নিজেরে হারায়ে খুঁজি

ঃ এই যে তুমি এসে গেছো, আমিতো তোমাকে নিয়ে ভাবতে ভাবতে চলে গিয়েছিলাম অন্য একটা পৃথিবীতে, যেখানে প্রিয় মানুষটিকে খুঁজতে খুঁজতে কখনো ঝড়ের পাখী হতে ইচ্ছা করে, কখনোবা সাত সাগরের ওপার থেকে খুঁজে পেয়েও পিঞ্জর খুলে দিতে মন চায়। আবার বৃষ্টির প্রাবল্যে ভেসে যেতে ইচ্ছা করে নীল দরিয়ায়।

ঃ এই থামো থামো তুমিতো আমাকেও আবিষ্ট করে দিলে নষ্টালজিয়ায়। আজকের এই নতুনের চমকে ক্লান্ত মন ফিরে যায় স্মৃতির সাজানো মনিকোঠায়, হারিয়ে যায় আনন্দ বেদনার অবারিত অরন্যে, শতশহস্র কথোপকথনে ইচ্ছে করে নিজেরে হারায়ে খুঁজি-

স্বপ্না শাহনাজ আর সাইফুর রহমান অপুর এই সংলাপ দিয়ে শুরু হলো ষাট এবং সত্তর দশকের বাংলা ছায়াছবির জনপ্রিয় গানের অনুঠান, নিজেরে হারায়ে খুঁজি। গানের মাঝে মাঝে ওদের এই মিষ্টি সংলাপগুলি রচনা করেছেন কবি মাহমুদা রুনু।

গত ৪ নভেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় বারউড গার্লস স্কুলের ভেতরে ঢুকতেই মনটা কেমন যেন খারাপ হয়ে গেল। এই স্কুল প্রাঙ্গনের প্রতিটি গাছ আমার পরিচিত। গত ১৩ বছর ধরে এখানে আসছি বৈশাখী

বাম থেকে- জিয়া ইসলাম (তবলা), ইসমাইল হাসান বাদল, রুবিনা হাসান লিমা,আনিসুর রহমান, আতিক হেলাল, রোখসানা রহমান, মদন লেপচা (গিটার),ওয়াসিফ আহমেদ শুভ,স্বপ্না শাহনাজ, ফরিদা হাসান মুন্নী ও সাইফুর রহমান অপু।

মেলায়। এ বছর থেকে বৈশাখী মেলা অন্যত্র অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষনা দিয়েছেন আয়োজকরা। ঐকতানকে ধন্যবাদ এই স্কুলের মিলনায়তনে অনুষ্ঠানটি করার জন্য। এই স্কুলের সাথে আমাদের যে নাড়ির সম্পক তৈরী হয়েছে তা টিকে থাক। অনেক কিছুতো হারিয়েছি, আর হারাতে ভালোলাগে না। অবশ্য হলের ভেতরে বসে গান শুনতে শুনতে উপলব্ধি করলাম, কিছুই হারায় নি। সেই ছেলেবেলা, সেই স্কুল পালিয়ে সিনেমা দেখা, সেই রাজ্জাক-কবরী, সেই প্রথম চিঠি, প্রথম প্রেম - সবকিছু যেমন রেখেছিলাম তেমনি সাজানো আছে মনিকোঠায়।। হৃদয়ের মাটি খুঁড়ে সেই সব রঙ্গিন স্বপ্নের দিনগুলি আবার নতুন করে তুলে এনে চোখের সামনে মেলে ধরার জন্য ঐকতানের শিল্পীদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

ঘোষনায় 6:30 sharp লেখা থাকলেও অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে সাতটার পরে। এতে আমার মত অলস দর্শকদের সুবিধাই হয়। তবুও মনে হয়েছে sharp এর অর্থ sharp না হলে আমাদের আলসেমী কোনোদিন দূর হবে না।

সিডনীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পর্কে একটা কথা প্রায়ই শোনা যায় - "ঘুরে ফিরে তো সেই একই মুখ অন্য দর্শকরা কোথায়!"। এ অনুষ্ঠানে কিন্তু বেশ কিছু নতুন মুখ দেখা গেছে।

শুধু গানদিয়ে কি মন ভরে! তাই সঙ্গীতের মুর্ছনায় নৃত্যের ঝংকার এনেছিলো প্রিয়েতা আর সেতু। অনুষ্ঠানের সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন আতিক হেলাল। অসুস্থতার কারনে দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর তাকে আবার দেখা গেল সিডনীর মঞ্চে।

অত্যন্ত উপভোগ্য এই অনুষ্ঠানটির কথা অনেকদিন মনে থাকবে দর্শকদের।